বর্ষ ৪। সংখ্যা ৭। কার্তিক ১৪২৮। অক্টোবর ২০২১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা:

করোনা পরবর্তী ৪০ শতাংশ রোগীর জটিলতা দেখা যাচ্ছে

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা করতে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্ষব্যাধি (রেসপিরেটরি) বিভাগের উদ্যোগে ৫০০ শত রোগীর উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস পরেও ৪০ শতাংশ রোগীরা নানা ধরণের জটিলতায় ভুগছেন। জটিলতার মধ্যে রয়েছে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, নাকে গন্ধ কম পাওয়া, নাক দিয়ে পানি পরা ইত্যাদি। বয়স্কদের মধ্যে এই সমস্যা সবচাইতে বেশি। ৫০০ রোগীর মধ্যে ৬৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৩২ শতাংশ মহিলা। গবেষণায় পোস্ট কোভিড রোগীদের নিয়মিত ফলোআপে থাকার উপর গুরুত্বারো করা হয়। আজ ৩ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে রেসপিরেটরি (বক্ষব্যাধি) বিভাগে 'পোস্ট কোভিড-১৯ পালমোনারি ফাইব্রোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক সেমিনারে গবেষণার এই ফলাফল জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। প্যানেল এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন অনুষদে ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম। গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মোঃ মিরাজুর রহমান, ডা. মোঃ আব্দুর রহিম, ডা. মোঃ আহাদ মুরশিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পরেও তাদের কারো কারো বিভন্ন ধরণের জটিলতা দেখা যাচ্ছে। মানসিক অবসাদ, ভুলে যাওয়া, মাথা ব্যাথা, নাকে কম গন্ধ পাওয়াসহ নানা ধরণের সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব থেকে উত্তরণ ও মুক্তির উপায় খুঁজে পেতে চিকিৎসার পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা করতে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট নির্ধারণে জিনোম সিকোয়েন্সিং, টিকার কার্যকারিতা জানতে টিকা গ্রহীতাদের শরীরে এন্টিবডির অবস্থা নির্ণয় সহ নানাবিধ গবেষণা কর্ম চালু রয়েছে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো যাতে রোগীদের উপকারে লাগে এমন গবেষণায় অবদান রাখতে পারে সেজন্য ওষুধের ট্রায়ালের সুযোগ প্রদানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন অত্যন্ত কর্মতৎপর ও গতিশীল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণায় সত্যিকার অর্থেই বিশ্বের বুকে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সেমিনারে আরো জানানো হয়, করোনা পরবর্তী অনেক রোগীর ফুসফুসের কার্যকারিতা ব্যবহৃত হওয়ায় রোগীর শরীরের রক্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পৌঁছায় না। রোগী এসময় অক্সিজেন স্বল্পতায় ভোগে। কাশি, শ্বাসকষ্টসহ নানা জটিলতা দেখা যায়। একে পালমোনারি ফাইব্রোসিস বলে। এই রোগে ফুসফুসের নরম অংশগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এতে ফুসফুসের টিস্যু মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, ফলে ফুসফুসে বাতাশের থলিগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এজন্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী নেগেটিভ হওয়ার পরেও নিয়মিত ফলোআপে থাকা প্রয়োজন। যথাসময়ে যথাযথ চিকিৎসা না হলেও রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশে

রোগীদের সুবিধার্থে বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু হয়েছে

মাননীয় উপাচার্য নিজেও রোগী দেখেছেন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈকালিক স্পেশালাইজড আউডোর অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশে চালু হয়েছে। আজ সোমবার ৪ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বিকালে দেশের বিশিষ্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের বহির্বিভাগে রোগী দেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন, সার্জারি, শিশু ও ডেন্টাল অনুষদের ২৪টি বিভাগে এই মহতী চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম প্রদান করা হচ্ছে। এসকল বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিকাল ৩টা থেকে রোগীদেরকে এই চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকেন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় জানিয়েছেন, রোগীদের সুবিধার্থে বৈকালিক স্পেশালাইজড আউডোর সার্ভিস অব্যাহত রাখা হবে। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আজ সোমবার বিকালে রোগী দেখার পর বিভিন্ন বিভাগে চলমান বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোরের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু হওয়ায় সেখানে আগত রোগীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর পরিদর্শনকালে সহকারী পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট হ্যাবিলিটেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৫৬৫ জন সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি সম্পন্ন

এদিকে আজ সোমবার ৪ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকে মাল্টিপারপাস হলে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি করা সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাষা শেখানোসহ সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট হেবিলিটেশন ওয়ার্কশপ (কর্মশালা)-এর প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহুরুল হক সাচ্চু। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাক কান গলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আজহারুল ইসলাম। ফরেন ফ্যাকাল্টি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ অস্ট্রিয়ার ক্রিস্টিয়ান স্টিফেন, তনিকা মাহাতো, ভাগমার হাররমান্ড্রোভা।

কর্মশালা জানানো হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ৫৬৫ জন সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছে। এখন এসকল শিশুদের কথা শেখানোর মাধ্যমে তাদের পুরোপুরি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হবে। কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সফল করতে সার্জন, অডিওলজিস্ট, স্পিচথেরাপিস্ট এবং এসকল শিশুর মায়েদের অন্যন্য ভূমিকা পালন করতে হয়। উল্লেখ্য, কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই মহতী চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে কানে শুনতে না পাওয়া ও কথা বলতে না পারা শিশুরা কানে শুনতে পারছে ও কথা বলতে পারছে। অনেক পিতা মাতা তাদের প্রিয় সন্তানের মুখ থেকে মা-বাবা ডাক শুনতে পেয়েছেন যা তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ শনিবার ২ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের চেয়ারম্যানদের সাথে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা ও পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল এর জন্মদিন পালিত হয়

"নতুন প্রজন্মের মাঝেই আমি আমার রাসেলকে খুঁজে পাই" - *প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে

বিনামূল্যে স্তন ক্যান্সার সনাক্তকরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ আয়োজিত বিনামূল্যে স্তন ক্যান্সার সনাক্তকরণ কর্মসূচীর প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আজ মঙ্গলবার ৫ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ ব্লকে অক্টোবর স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। 'পরাজিত হোক ক্যান্সার, সম্মিলিত চেষ্টা ও সচেতনতায়' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এই মহতী কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুল বারী, অধ্যাপক ডা. সাওয়ার আলম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. জিল্লুর রহমান ভূঁইয়া, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লা, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাদিয়া শারমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তন ক্যান্সার চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা প্রদান করা হবে।

অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওএসবি) এর ৪৮তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকলে সবকিছুরই উন্নয়ন সম্ভব: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে আজ মঙ্গলবার ৫ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে 'স্বচ্ছ দৃষ্টি, স্বাধীন জীবন' প্রতিপাদ্য নিয়ে অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওএসবি) এর ৪৮তম বার্ষিক সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। সভাপতিত্ব করেন অফথালমোলজিক্যাল (ওএসবি) এর সম্মানিত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মো. শারফুদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ মেডিক্যাল সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল ডা. মো. ইহতেশামুল হক পরিষদ-এর মহাসচিব আজিজ, এশিয়া প্যাসেফিক -এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. মহাসচিব অধ্যাপক ডা. মোঃ অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি বলেন, করোনা সমাজের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রায় ২ শত জন চিকিৎসক জীবন দিয়েছেন। বর্তমানেও চিকিৎসক সমাজ ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে রোগীদের জীবন বাঁচাতে করোনার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। তিনি অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওএসবি) এর বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বলেন, প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়া মেডিক্যাল শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার বিকল্প নাই। এ জন্য বিশ্বের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে চক্ষু বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও চক্ষু চিকিৎসার বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে মানুষের অন্ধত্ব নিবারণ, প্রতিরোধ ও অন্ধত্ব দূরীকরণে অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (ওএসবি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই সংগঠনটি চক্ষু চিকিৎসকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দেশে চক্ষু চিকিৎসকদের জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি, চক্ষু বিজ্ঞান বিষয়ের উচ্চ শিক্ষার প্রসার, মানুষের মধ্যে চক্ষু রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সবকিছুতেই এগিয়ে গেছে। এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো সৎ, দক্ষ ও সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই এবং দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সবকিছুরই উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস ২০২১ উদযাপিত ও জরায়ু ক্যান্সার নির্ণায়ক এইচপিভি ল্যাব এর শুভ উদ্বোধন

'আমাদের অঙ্গীকার, থাকবে না আর জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার, নিরাপদে থাকবে নারী, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ বুধবার ৬ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ ব্লকে এইচপিভি ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করেছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। জরায়ু-মুখ ক্যান্সার বাংলাদেশে নারীদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর অন্যতম কারণ। জরায়ু-মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি ডিএনএ টেস্টের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও নারীদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, মহিলাদের জরায়ু মুখ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে কার্যকরভাবে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার নির্ণয়ের লক্ষ্যে এইচপিভি ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এর আগে আজ বুধবার ৬ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ সকাল ৯টায় বি ব্লকের সামনে গোলচক্করে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বেলুন উড়িয়ে ও সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শিশুদের হাতে ফুল দিয়ে এবং উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। বিশ্বব্যাপী সেরিব্রাল পালসি বা সিপিতে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিবর্গের অধিকার, সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বা সহজ প্রবেশাধিকার এবং সমান সুযোগ সুবিধা আদায় আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রতি বছর সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও পালিত হয় বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি (সিপি) দিবস। সেরিব্রাল পালসি মস্তিস্কের একটি স্থায়ী বা নন-প্রগ্রেসিভ ধরণের স্নায়ুবিক ভারসাম্যহীনতা যা গর্ভবস্থায় অথবা জন্ম পরবর্তীকালে শিশুদের মস্তিস্ক গঠনের সময়ে কোন প্রকার আঘাতজনিত কারণে হয়ে থাকে।

উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, স্কুল সাইকোলজিস্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক এ্যাডভাইসরি প্যানেলের বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজমে আক্রান্ত শিশুদেরকে নিয়ে সারা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দেশটাকে আন্তর্জাতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা জনাব সায়মা ওয়াজেদ এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা, তারা বিশেষ শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করছেন। চাকুরীতেও বিশেষ শিশুরা যখন বড় হবে, তাঁদের জন্য কোটা রাখা হয়েছে। তাদেরকে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু নিউরোলজি বিভাগে এবং ইপনাতে প্রতিদিন প্রায় ২০০ শত বিশেষ রোগীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, ইনটেলেকচুয়াল ডিসঅ্যাবিলিটি ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত বিশেষ শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদেরও একটা কষ্ট আছে। আমাদের সকলেরই তাঁদের প্রতি সহানুভূতি থাকা উচিত। বিশেষ শিশুদের যেকোনো সহযোগিতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশনায়

না কেটেই সফলভাবে শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপির মাধ্যমে ব্যাংকার্ট রিপেয়ার সম্পন্ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের নির্দেশনায় না কেটেই সফলভাবে শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপি সম্পন্ন হয়েছে। আজ বৃস্পতিবার ৭ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের আরথ্রোস্কোপি ইউনিটে শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপির মাধ্যমে ডান কাধের জোড়া সরে যাওয়া প্রতিরোধে ব্যাংকার্ট রিপেয়ার (Bankart Repair) কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

রোগী বিষ্ণু চন্দ্র মদক, বয়স ২৬ বছর যার ডান কাধের জোড়া বারবার সরে যেতো। না কেটেই শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপির মাধ্যমে তার জোড়া সরে যাওয়ার ব্যাংকার্ট রিপেয়ার (Bankart Repair) সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই শোল্ডার জয়েন্ট আরথ্রোস্কোপির মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন আরথ্রোস্কোপি ইউনিটের ফয়সাল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন। উল্লেখ্য এই কোনো হাসপাতালে করলে হাজার টাকা ব্যয় হয়, যা বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প খরচে কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন জানিয়েছেন। মাননীয় উপাচার্য হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাসেবা পায় তা নিশ্চিত প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। আরথ্রোস্কোপির মাধ্যমে সম্পন্ন করাও এর একটি উজ্জ্বল সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী চৌধুরী ইকবাল মাহমুদ ও ডা. ব্যাংকার্ট রিপেয়ার বেসরকারী আনুমানিক ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৫০ শেখ মুজিব মেডিক্যাল সম্পন্ন হয়েছে। সফলভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য আহমেদ চিকিৎসক টিমকে ধন্যবাদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ দেশের রোগীরা যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ সকল ধরণের রোগের সর্বোত্তম করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আজকের এই শোল্ডার জয়েন্ট সফলভাবে ব্যাংকার্ট রিপেয়ার দৃষ্টান্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের ১০ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের 'ক্যাপিং সেরিমনি" অনুষ্ঠিত

রোগীদের ইমপ্যাথি দিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের মতো সেবা দিন: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ 'আগামী সেশন থেকেই চালু করা হবে এমএসসি নার্সিং কোর্স

আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে রোগীদের ইমপ্যাথি দিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের মতো সেবা দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আজ ৯ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ, শনিবার, সকাল ৯ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের ১০ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের 'ক্যাপিং সেরিমনি'তে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহবান জানিয়ে আরো বলেন, নার্সদেরকে নিজেকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে ও রোগীদেরকে সেবা প্রদান করতে হবে যাতে দেশের রোগীরা বাইরে না যায় এবং হাসপাতাল থেকে রোগীরা সুস্থ হয়ে সন্তুষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে নার্সিং পেশাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদানসহ নার্সিং পেশার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আরো বলেন, নার্সিং শিক্ষার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী সেশন থেকেই এমএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হবে।

নার্সিং অনুষদের সম্মানিত ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেঃ জেনারেল ডা. নজরুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেবেল ডি রোজারিও। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সহযোগী অধ্যাপক মোঃ হারুন অর রশিদ গাজী। শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের প্রভাষক নুপুর ডি কস্তা। অন্য বক্তারা বলেন, উন্নত, দক্ষ ও অনুসরণীয় নার্স হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ করে বিশ্বমানের নার্স হিসেবে তৈরি হতে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশনায় কিডনী প্রতিস্থাপন পুনরায় শুরু সফলভাবে ৫৬৩তম কিডনী প্রতিস্থাপন সুস্থ আছেন রোগী ও কিডনী দাতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনায় আজ ৯ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ, শনিবার অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগে কিডনী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও নানা ধরণের জটিলতার কারণে মহতী এই সেবা কার্যক্রমটি বন্ধ ছিল। বর্তমানে ইউরোলজি বিভাগের অন্যান্য চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমও চালু রয়েছে। আজ শনিবার ৫৬৩তম কিডনী প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিডনী প্রতিস্থাপনের পর রোগী হায়দার আলী, বয়স ৩৫ এবং কিডনী দাতা আব্দুর রশিদ, বয়স ৩৮ সুস্থ আছেন। ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল এর অধীনে অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মোঃ সাইফুল হোসেন দিপু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেনসহ একটি চিকিৎসক টিক এই মহতী কার্যক্রমে অংশ নেন। এদিকে সফলভাবে কিডনী প্রতিস্থাপন করায় এবং পুনরায় এই সেবা কার্যক্রম শুরু করায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক টিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদানসহ নানা আয়োজনে

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্বোধনকৃত কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উদ্বোধনকৃত কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ রবিবার ১০ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিন্টন হলে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহতী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কারণে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে বিশ্ব দরবারে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পাওয়া আজকের বাংলাদেশকে পেয়েছি। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর তৎকালীন আইপিজিএমআর এর এ ব্লকের দোতলায় "কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র"টির শুভ উদ্বোধন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই সেবার সাথে সাথে এগিয়ে নিতে হবে। রক্তদান কার্যক্রমকে সাথে রক্ত নিয়ে করতে হবে। মাননীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী গবেষণার সাথে সাথে স্বাস্থ্যবিষয়ক হবে। মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ গ্রাম ও এলাকায় দু'বার গ্রামে গিয়ে আহ্বান জানাচ্ছি। সাধারণ মানুষ, বেশি উপকৃত হবেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখেন দুদিন পর অর্থাৎ ১০ জানুয়ারী। দীর্ঘ কারাভোগের পর শারীরিক ভাবে ছিলেন ক্লান্ত এবং কিছুটা অসুস্থ। তৎকালীন আইপিজিএমআর এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিলেন। সে কারণে স্বদেশে আসার পরও তিনি বেশ কিছুদিন সভাসমাবেশ থেকে দূরে ছিলেন। এরপর তিনি প্রথম যে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন সেটা হলো ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর তৎকালীন আইপিজিএমআর এর এ ব্লকের দোতলায় "কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র"টির উদ্বোধন। বর্তমানে যেটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে গড়া কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রটি অর্থাৎ বর্তমানের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগটি নিয়ে এই জন্য আমরা সকলে গর্বিত। ১৯৭২ সালের "এ" ব্লকের ২য় তলার জায়গা নিয়ে "কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র"টি শুরু হয়েছিল, যা নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন মোতাবেক চলছে যুগের চাহিদা মোতাবেক। বিভাগটি জরুরি বিধায় শুরু থেকেই বিভাগটির কার্যক্রম দিন-রাত ২৪ ঘন্টা চলমান ছিল এবং যা এখনো চলমান। বিশ্ব করোনা মহামারীর মধ্যেও বিভাগটির কোনো কার্যক্রম এক মিনিটের জন্যও বন্ধ হয় নাই। রোগীর প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই বিভাগের সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা করোনা মহামারীর মধ্যেও দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য যাঁরা সম্মাননা পেয়েছেন তাঁরা হলেন– ডা. তানভীর আহমেদ, ডা. খান আনিসুর ইসলাম, মোঃ শাহিনুর রহমান, মোঃ শাকিল আহমেদ, মোস্তারিফ মুরসালিন, মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোঃ লোকমান মিয়া। ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ মোঃ সাইফুল ইসলাম শাহীনের সঞ্চালনায় মহতী এই অনুষ্ঠানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. আয়েশা খাতুন প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উদযাপিত

শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই সুস্থ থাকতে হবে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই সুস্থ থাকতে হবে। সামাজিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন না, ভুলে যাচ্ছেন, ডিপ্রেশনে ভুগছেন। এসব নিয়েও গবেষণা করতে হবে। তিনি বলেন, পাগল বলতে কিছু নাই। মানসিক সমস্যায় কেউ আক্রান্ত হলে তাকে চিকিৎসক এর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। আজ রবিবার ১০ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে 'অসম বিশ্বে, মানসিক স্বাস্থ্য' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দিবসটি উপলক্ষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয় এবং র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহতী এই অনুষ্ঠানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেঃ জেনারেল ডা. নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. মোঃ নাজমুল করিম মানিক, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. কুনু শামসুন নাহার, অধ্যাপক ডা. এম এম এ সালাহউদ্দীন কাউসার প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অন্য বক্তারা মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সামাজিক অস্থিরতা দূর করা, অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা, মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা, মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবল বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

হার্ট, কিডনী রোগ ও শরীরের রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, হার্ট, কিডনী রোগ ও শরীরের রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। হাড়ের ক্ষয় রোধে এবং অকালে বৃদ্ধ হওয়ার থেকে রক্ষায় ভিটামিন ডি এবং ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শরীরের পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেসিয়াম থাকলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ভালো থাকে, ডায়াবেটিস ও করোনা ভাইরাস সহ অন্যান্য জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। গর্ভবতী মা ও তার সন্তানের সুস্থতার জন্যও ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেসিয়ামের

বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভিটামিন ডি ও ম্যাগনেসিয়ামের আরো কার্যকারিতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে এ বিষয়ে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আজ সোমবার ১১ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এ বিষয়ে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সেমিনারে জানানো হয়, সামুদ্রিক মাছ ও ছোট মাছ এবং শাকসবজি থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। রোদে গেলে রোদ থেকে ত্বকের মাধ্যমে শরীরে ভিটামিন ডি এর চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব থ্রম্বোসিস দিবস ২০২১ উদযাপিত

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে বিশেষায়িত ক্লিনিকের মাধ্যমে থ্রম্বোসিস জনিত রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, থ্রম্বোসিস জনিত রোগসমূহ সম্পর্কে রোগী, রোগীর স্বজন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী এবং সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরির ব্যাপারে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে বিশেষায়িত ক্লিনিকের মাধ্যমে থ্রম্বোসিস জনিত রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা করা হবে। আজ বুধবার ১৩ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ র‍্যালির শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সারা বিশ্বের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব থ্রম্বোসিস দিবস ২০২১ উদযাপিত হয়েছে। রক্ত জমাট বাধা বা থ্রম্বোসিস (Thrombosis) জনিত রোগ গুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি উদ্দেশ্যেই এ দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে Eyes Open to Thrombosis অর্থাৎ থ্রম্বোসিস বা রক্ত জমাট বাধার সমস্যার ব্যাপারে সজাগ থাকা।

থ্রম্বোসিস বলতে রক্তনালীতে অস্বাভাবিক রক্ত জমাট বাধাকে বোঝায়। শরীরে যেকোন কাঁটাছেড়ার পরে রক্ত জমাট বেধে রক্তপড়া বন্ধ হয়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কোন কারণে যদি অস্বাভাবিক ভাবে রক্তনালীর ভেতরে রক্ত জমাট বেধে যায়, তাহলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। রক্ত প্রবাহিত না হবার কারণে সেখানে কোষ গুলোর মৃত্যু হতে পারে এবং আক্রান্ত অঙ্গের কার্যক্ষমতা পুরোপুরি বা আংশিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মস্তিস্কের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক হতে পারে। হৃদযন্ত্রের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট এটাক হতে পারে। পায়ের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে ডীপ ভেইন থ্রম্বোসিস (Deep Vein Thrombosis) বা ডিভিটি হতে পারে। বিশেষ করে যারা লম্বা সময়ে অসুস্থতা বা অপারেশনের কারণে শয্যাশায়ী থাকেন বা যাদের ক্যান্সার বা অন্য কোন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগ থাকে তাদের ডিভিটি হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। জমাট বাঁধা রক্তের অংশ রক্তের সাথে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসের রক্তনালীতে আটকে ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে পালমোনারি এম্বোলিজম (Pulmonary Embolism) করতে পারে এবং মৃত্যুও ঘটাতে পারে। চলমান কোভিড প্যান্ডেমিকে মৃত্যুর বড় অংশের পেছনে এই পালমোনারি এম্বোলিজমকে কারণ মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে মৃত্যুর বড় কারণ স্ট্রোক ও হৃদরোগের পেছনেও থ্রম্বোসিস দায়ী। থ্রম্বোসিস জনিত রোগের ভয়াবহতা বিবেচনায় এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা কাম্য। জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ঔষুধের মাধ্যমে থ্রম্বোসিস এর ঝুঁকি কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি থ্রম্বোসিস জনিত জরুরী রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' ২০২১ উদযাপিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা চক্ষু সেবাকে সহজলভ্য করে তুলতে হবে:মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিকনির্দেশনায় চক্ষু স্বাস্থ্য সেবাকে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার ১৪ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমী অফ অফথালমোলজী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ উক্ত সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি একেএমএ মোকতাদির, মহাসচিব তারেক রেজা আলী, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ, অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল খালেক, কমিউনিটি অফথালমোলজী বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. মোঃ শওকত কবীর প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সার জয়ী শিশুদের নিয়ে 'শেখ রাসেল চাইল্ডহুড ক্যান্সার সারভাইভর গ্যালারি' এর শুভ উদ্বোধন

শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নেপথ্যের খুনিদের খুঁজে বের করতে ট্রুথ কমিশন গঠন করতে হবে: মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি শেখ রাসেল আমাদের অনুপ্রেরণা: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিনে ও শিশু ক্যান্সার সচেতনতা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের তৃতীয় তলায় শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগে 'শেখ রাসেল চাইল্ডহুড ক্যান্সার সারভাইভর গ্যালারি' এর শুভ উদ্বোধন করেছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। পরে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শেখ রাসেলের জীবনের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল সোমবার ১৮ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ বিকেলে এ ব্লকে অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি বলেন, শেখ রাসেল যদি বেঁচে থাকতেন দেশকে অনেক কিছুই দিতে পারতেন। শেখ রাসেলের মাঝে বঙ্গবন্ধুর মতোই শিশুসুলভ ও বন্ধুবৎসল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, শেখ রাসেলকে যারা হত্যা করেছে সেই পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বর্তমানেও দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। যারা দেশে পাকিস্তানী ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কোনোদিনও বাস্তবায়ন হবে না। তিনি শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নেপথ্যের খুনিদের খুঁজে বের করতে একটি ট্রুথ কমিশন গঠন করার দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সকল শিশুদের শুভ কামনা করে বলেন, শেখ রাসেল আমাদের অনুপ্রেরণা। আজ যদি শেখ রাসেল বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি ৫৭ বছর পূর্ণ করে ৫৮ বছরে পদার্পণ করতেন। এই বয়সে তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে সামিল হতেন। ভিশন ২০২১, ২০৩০, ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে তার বোন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করতেন। হয়তো তিনি বিজ্ঞানী অথবা জাতির পিতার মতো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কান্ডারী হতেন। কিংবা হতে পারতেন বার্ট্রান্ড রাসেলের মতোই স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল বিশ্বমানবতার প্রতীক। শেখ রাসেল মারা যাওয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হারিয়েছেন তাঁর আদরের ছোট ভাইকে আর বাংলাদেশ হারিয়েছে একজন সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান সন্তানকে। শেখ রাসেল আজ প্রতিটি শিশু কিশোর তরুণের কাছে ভালোবাসার নাম, মানবিক বেদনাবোধ সম্পন্ন মানুষেরা শহীদ শেখ রাসেলের বেদনার কথা হৃদয়ে ধারণ করে চিরদিন শিশুদের জন্য কাজ করে যাবে। ইতিহাসের মহা শিশু হয়েই বেঁচে থাকবে প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, শেখ রাসেলের হত্যাকারী পাকিস্তানী প্রেতাত্মা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বর্তমানেও সক্রিয়। এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্মূল করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিউমাটোলজি বিভাগ ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস ২০২১ উদযাপিত

এখন সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে আর্থ্রাইটিস এর মতো দীর্ঘ মেয়াদী রোগও ভালো করা সম্ভব :মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মানুষের শরীরে জয়েন্টে ব্যাথা এখন সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হচ্ছে। এটি একটি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগ যা থেকে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ অসুস্থ থাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিশাল ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এসব বিষয়ে চিকিৎসা ও গবেষণা বাড়াতে হবে। আজ মঙ্গলবার ১২ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিউমাটোলজি বিভাগ ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস 'আর নয় দেরি সম্পৃক্ত হই আজই, বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিউমাটোলজি বিভাগ ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব আর্থ্রাইটিস ২০২১ দিবস উদযাপিত হয়। রিউমাটোলজি বিভাগ কর্তৃক এ ব্লক অডিটোরিয়াম ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে একটি র‍্যালি ও শহীদ ডা. মিলন হলে এক বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ।

বক্তারা বলেন, সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২২.৭% (৫৪.৪ মিলিয়ন) প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে ২৩.৫% পুরুষ এবং ১৮.১ % মহিলা বাত রোগ অন্য সাধারণ রোগের মত শুধু ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে এর ভয়াবহতা এড়ানো সম্ভব নয়। এটা শুধু শারীরিকভাবেই পঙ্গুত্ব তৈরি করে না বরং মানসিকভাবে ও সামাজিকভাবেও রোগীকে হীনমন্যতায় ফেলে দেয়।

উল্লেখ্য, বাত রোগের ভয়াবহতা মোকাবেলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে বাতরোগ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, পূনর্বাসন ও জীবন যাত্রার সাথে অভিযোজনের জন্য সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মশিউর রহমান খসরু এর তত্ত্বাবধানে রিউম্যাটোলজি রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক পরিচালনা করা হয়, যেখানে প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত বিনামূল্যে বাতরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এই ক্লিনিকে এখন প্রতিবছর ১ হাজারের মত রোগীকে চিকিৎসাসহ জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয় এবং এ পর্যন্ত ৩০০০ জন রোগীকে সেবাদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই ক্লিনিক থেকে এখন পর্যন্ত ৬ টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আরো ৬ টি চলমান আছে।

বাত রোগের চিকিৎসা ও জটিলতা সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ই অক্টোবর, (World Arthritis Day) বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে বাত রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এর মাধ্যমে পঙ্গুত্ব প্রতিরোধে ও জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের রিউম্যাটোলজি রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক (World Arthritis Day) উদযাপিত হয়। বিশ্ব আর্থ্রাইটিকস দিবস উপলক্ষে বাতরোগের চিকিৎসা বিষয়ক গাইড বই- এর মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় রিউমাটোলজি বিভাগের ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা,কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পটি বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশে পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের ভবিষ্যতে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে : মাননীয় উপাচার্য ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, এই আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পটি বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশে পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের ভবিষ্যতে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু পারকিনসন্স ডিজিজ বয়স্ক লোকদের বেশী আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাই বাংলাদেশে এ ধরণের গবেষণা উক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখবে। আজ মঙ্গলবার ১২ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল রুপসী বাংলা বলরুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

পারকিনসন্স ডিজিজ এ আক্রান্ত রোগীদের তথ্য ভান্ডার (ডাটাবেস) তৈরির জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিউরোলোজী বিভাগ, সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশ, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল রুপসী বাংলা বলরুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তথ্য ভান্ডার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু নাসের রিজভী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. আনিসুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আনোয়ার উল্লাহ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ, সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফিরোজ আহমেদ কুরাইশী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স জয়েন্ট ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডা. বদরুল আলম। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আহসান হাবীব হেলাল। ১৩টি দেশের সমন্বয়ে (বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান, সউদী আরব, ইউএই, ওমান, মরক্কো, তিউনিশিয়া, সিরিয়া, বাহারাইন, কুয়েত, ইরান, মিশর) পরিচালিত এই তথ্য ভান্ডারের মূল গবেষক ডা. জাওয়াদ আহমেদ বা জাওয়া সউদী আরব থেকে জুম এর মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব এ্যানেসথেসিয়া দিবস ২০২১ উদযাপিত

সারা বিশ্বের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শনিবার ১৬ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে র‍্যালি ও সেমিনারসহ নানা আয়োজনে ১৭৫তম বিশ্ব এ্যানেসথেসিয়া দিবস ২০২১ উদযাপিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, এ্যানেসথেসিয়া, এ্যানালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশিস বনিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব স্পাইন দিবস ২০২১ উদযাপিত

সারা বিশ্বের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শনিবার ১৬ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে র‍্যালি ও সেমিনারসহ নানা আয়োজনে বিশ্ব স্পাইন দিবস ২০২১ উদযাপিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় নার্সিং অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নিউরোসার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আখলাক হোসেন খান, অধ্যাপক ডা. ইমান চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. কেএম তারিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা বই (হেলথ কার্ড)-এর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ-এর হাত ধরেই দীর্ঘ ২৩ বছর পর স্বপ্ন পূরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা বই (হেলথ কার্ড) এর শুভ উদ্বোধন করেছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আজ রবিবার ১৭ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে সকাল ১০টায় এ ব্লক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এই হেলথ কার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান ও কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের একটি দাবি পূরণ হলো। হেলথ কার্ডের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানরা নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা পাবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলেই অত্যন্ত আন্তরিক বলে করোনা মহামারী মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। অল্পদিনের প্রস্তুতিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হয়েছে। করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, হেলথ কার্ড চালুর মাধ্যমে নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলেই চিকিৎসাসেবা পাবেন। প্রত্যেকে যাতে জটিলতা এড়িয়ে সহজভাবে চিকিৎসাসেবা পায় তা নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দায়িত্বগ্রহণের পর থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আইসিইউ এর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অক্সিজেন ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। টিএন্ডসি চালু করা হয়েছে। রোগীদের সুবিধার্থে বন্ধ থাকা বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে।

দেশের রোগীরা যাতে বাইরে না যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার অর্থেই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ার অঙ্গীকার 'চিকিৎসাসেবা, গবেষণা ও শিক্ষায় বিশ্বমান নিশ্চিত করা হবে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ-এর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, জিয়ারত দিনব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ গতকাল ২০ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ, বুধবার, দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে জাতির পিতাসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানার দীর্ঘায়ু কামনা এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ রক্ষিত পরিদর্শন বইতে জানিয়ে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর অধ্যাপক ডা. মোঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ শ্রদ্ধা নিবেদন ও জিয়ারতের মুজিবুর রহমানের নামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ প্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অধ্যাপক ডা. মোঃ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর কারণে আমরা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হতো না। আর শেখ আজকের এই ক্রমশ আরো বাংলাদেশকে পেতাম না। শেখ হাসিনার কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের পরাজিত অপশক্তি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দেশের চলমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পাকিস্তানের পরাজিত অপশক্তি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী রুখে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

তিনি বলেন, করোনা মহামারীর এই সময়ে দেশের রোগীরা দেশেই চিকিৎসাসেবা নিয়ে সুস্থ আছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা হলো দেশের রোগীরা যাতে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে না যান এবং দেশেই চিকিৎসাসেবা নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সে লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা, গবেষণা ও শিক্ষায় বিশ্বমান নিশ্চিত করা হবে। সত্যিকার অর্থেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করেছে। নন কোভিড রোগীদের জন্য আইসিইউ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোগীদের সুবিধার্থে বন্ধ থাকা বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু করা হয়েছে। ২০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অক্সিজেন ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আইসিইউ এর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অল্পদিনের প্রস্তুতিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর উদ্যোগে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন স্কুল এন্ড কলেজে দিনব্যাপী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। এছাড়াও মাননীয় উপাচার্য মহোদয় গোপালগঞ্জ জেলা সদরের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতেই সাম্প্রদায়িক হামলা: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও ঘরবাড়িতে হামলা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ শনিবার ২৩ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের সামনে দুপুর ২টা থেকে বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্ব দরবারে উন্নয়নে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে, স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাজ শেষের দিকে ঠিক তখনই দেশে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মৌলবাদী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের উদ্দেশ্য দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলমান উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা। বাংলাদেশে অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতেই সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থেকে যেকোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রক্ষক ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রধান কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ও এ্যাওয়ার্ড প্রদানসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় গবেষণা দিবস ২০২১ উদযাপিত

দেশকে এগিয়ে নিতে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিকল্প নাই: মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি

'এক সপ্তাহের মধ্যেই স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হবে'

করোনা ভাইরাসের বুস্টার ডোজ নিতে হবে কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চলছে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ও এ্যাওয়ার্ড প্রদানসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় গবেষণা দিবস ২০২১ 'মুজিব বর্ষের আহবান, গবেষণায় উত্তরণ' প্রতিপাদ্য নিয়ে উদযাপিত হয়েছে। আজ বুধবার ২৭ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত নতুন করে শিখতে হয়। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরো বেশি করে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সকল চিকিৎসককেই গবেষণার চর্চায় মনোযোগী হতে হবে। গবেষণায় দেওয়া অর্থ যাতে ফেরত না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের অর্জিত পুরানো জ্ঞান যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে এই গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। গবেষণা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি খাতের এগিয়ে আসা উচিত। তিনি আরো বলেন, শুধু গবেষণার বরাদ্দ গ্রহণ করলেই হবে না, কি কি গবেষণা করা হলো তাও মানুষকে জানাতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা করার জন্য ২০২০-২০২১ সালে ৭ শতাধিক শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা কর্ম অনুমোদন দেওয়া সহ অনেককে গবেষণা মঞ্জুরী, থিসিস গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আপনার সবাই জানেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে দেশে গবেষণা বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। বর্তমানে আমরা গবেষণায় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি, যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় বিশ্বের বুকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছি। গবেষণায় দেখা গেছে মোট সংক্রমনের প্রায় ৯৮ শতাংশে হচ্ছে ইউয়ান বা ডেল্টা ভারিয়েন্ট। কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছি। সেখানে দেখা গেছে টিকা গ্রহীতাদের ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময়ে এবিষয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ভারতের অ্যাস্ট্রেজেনেকার টিকা নিয়েছেন ৬ মাস পরে তাদের শরীরে এন্টিবডি উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ কমেছে। করোনা ভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে বুস্টার ডোজ নিতে হবে কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চলছে। তিনি বলেন, গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে আলাদাভাবে রিসার্চ সেন্টারসহ একাডেমিক ভবন গড়ে তোলা হবে। উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান উন্নত চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সংযুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে এই প্রত্যাশা সবার। সবাই মিলে যার যে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সফল হবেই। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, সাধারণ রোগীদের দীর্ঘদিনের দাবি হলো জেনারেল ইমারজেন্সি অর্থাৎ সাধারণ জরুরি বিভাগ চালু করা। এবিষয়ে একটি সুখবর দিচ্ছি তা হলো আগামী ১লা নভেম্বর ২০২১ইং তারিখ সোমবার থেকেই সাধারণ জরুরি বিভাগ চালু করা হবে।

স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতন হবার এখনই সময়: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, নারীদের ক্যান্সারের মধ্যে স্তন ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গ্লোবাল ক্যান্সার স্ট্যাটিটিক্স ২০১৮ (গ্লোবোক্যান) এর তথ্যমতে, প্রতি বছর নতুন করে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ২০ লাখ ৮৮ হাজার ৮৪৯ জন নারী। সারা বিশ্বের নারীদের প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। স্তন ক্যান্সারে নারীদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। ২০১৮ সালে পৃথিবীতে ৬ লাখ ২৭ হাজার মহিলা স্তন ক্যান্সারের মারা যান। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১ লাখ ৪০ হাজার নতুন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এর মধ্যে ৪১ হাজার নারী ক্যান্সারের কারণে মারা যান। প্রতি বছর বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ১২ হাজার ৭৬৪ জন নারী, আর মারা যায় ৭ হাজার ১৩৫ জন। সচেতনতার অভাবে অনেক রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন না, ফলে তারা থেকে যান এই সব পরিসংখ্যানের বাইরে। তাই স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতন হবার এখনই সময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে। আজ ২৮ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সুরক্ষা বিষয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান দিবস

৩০ অক্টোবর উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ৭ই মার্চের ভাষণ সারা বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রেরণার উৎস: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু বাঙালির সম্পদ নয়, সারা বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রেরণার উৎস। ৭ মার্চের ভাষণ মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই ভাষণের মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালি জাতি হ্যামলিনের বাঁশির সুরের মতো উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, বিএনপি জামাত বিভিন্ন সময়ে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, তাদের বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত মুজিব সকল কর্মসূচী ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আজ শনিবার ৩০ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখ সকাল ১১টায় এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান দিবস ৩০ অক্টোবর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন।

আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে তাঁর বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। বিএনপি জামাত বার বার ইতিহাসকে বিকৃত করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছে। তাই নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাসকে জানাতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে, ধর্ম ভিত্তিক হবে না- যা আমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উদযাপিত

সাধারণ জরুরি বিভাগে স্ট্রোকের রোগীদের জন্য ৩টি শয্যা রাখা হয়েছে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। অবশ্যই ৩ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, নিয়মিত প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন না করা, সঠিক সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করাসহ বিভিন্ন কারণে মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্ত রোগীর দ্রুত চিকিৎসা দিতে পারলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১লা নভেম্বর ২০২১ইং তারিখ থেকে চালু হওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ জরুরি বিভাগে ৩টি শয্যা স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আজ ৩১ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুভাষ কান্তি দে, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সবুজ। মহতী এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউরোইন্টারভেনশন এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. শরীফ উদ্দিন খান, সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্টস অফ বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফিরোজ আহমেদ কোরেশী, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ প্রমুখসহ শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় স্টেম সেলের প্রয়োগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমবারের মতো ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় স্টেম সেলের প্রয়োগ হয়েছে। ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় স্টেম সেলের প্রয়োগ এটাই প্রথমবার। এর মধ্য দিয়ে ইনফার্টিলিটি চিকিৎসায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যুগের শুভ সূচনা হলো বলে জানিয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এর ব্যবহার রয়েছে। আজ ৩১ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগিতায় স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয় যা রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি বিভাগে সরবরাহ করা হয় এবং সফলভাবে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক মহতী অনুষ্ঠানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস ২ সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব দেবাশীষ বৈরাগী প্রমুখসহ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ এবং রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক ও চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ কমানো হবে, ধর্মের সাথে প্রগতির কোনো দ্বন্দ্ব নাই: শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা বইটি দেশের সম্পদ: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

আজ ৩১ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহতী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। বইয়ের বিষয়বস্তুর উপর সচিত্র উপস্থাপনা করেন বইটির লেখক ও সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান। অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বই বিতরণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং বইটি নিয়ে বিশিষ্টজনের ধারনকৃত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা বইটি অবশ্যই ব্যতিক্রম। এর মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ কমানো হবে। তিনি আরো বলেন, সকল ধর্মেই বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বেশি করে জানতে ও চর্চা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ধর্মের সাথে প্রগতির কোনো দ্বন্দ্ব নাই। তারপরও বর্তমানে ধর্মান্ধতা বাড়ছে যা অবশ্যই রুখতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা বইটি দেশের জন্য সম্পদ। এটা যেমন চিকিৎসাপেশার সাথে জড়িতদের জানা প্রয়োজন তেমন যারা চিকিৎসক নন তারাও অনেককিছু জানতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে ১২ থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থীদের করোনাভাইরাসের টিকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে ৫ থেকে ১১ বছরের শিক্ষার্থীদের এই টিকা কর্মসূচীর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **প্রকাশক :** অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল হান্নান রেজিষ্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০